R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228, STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD—4

ভি আই পি
আলফা স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই পৌষ বুধবার, ১৪০২ সাল।
২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

দুষ্কৃতির বোমার আঘাতে ব্যবসায়ীর মৃত্যু প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টার সম্মতিনগর বন্ধ

জঙ্গিপুর ঃ গত ২৩ ডিসেম্বর রাত নটা নাগাদ সম্মতিনগর বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে পঞ্চায়েত অফিসের কাছে তালতলা এলাকার আলু ব্যবসায়ী প্রমোদ হালদার দুষ্কৃতিদের বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলে মারা যান। খবর কাজ সেরে রাতে বাড়ী ফেরার পথে যখন প্রমোদ পঞ্চায়েত অফিস পার হয়ে কিছুটা পথ গিয়েছেন এমন সময় দুষ্কৃতিরা তাঁকে লক্ষ্য করে প্রথম বোমাটি ছোঁড়ে। সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দ্বিতীয় বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রমোদ মারা যান। তাঁর সঙ্গে নাকি হাজার চল্লিশ টাকা ছিল। যা দুষ্কৃতিরা লুট করে নিয়ে পালায় বলে জানা যায়। মৃত্যুর খবর পেয়ে সম্মতিনগর বাজার সমিতির প্রেসিডেণ্ট রাজকুমার জৈন রঘুনাথগঞ্জ থানায় ফোন করলে ওসি মুহূর্ত মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ও তদন্ত শুরু করেন। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সীমান্ত এলাকা দিয়ে ব্যাপক চাল পাচার হচ্ছে

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে বর্তমানে ব্যাপক হারে চাল পাচার হচ্ছে। রাতের অন্ধকার এবং ভোরের দিকে বস্তা ভর্তি ভ্যানরিক্সা ও টাঙ্গা টাঙ্গা চাল চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে। ফলে দুর্ভোগে পড়ছে সাধারণ মানুষ। এখন মিয়াপুর বাজারে সাধারণ চল ৭০০/৭৫০ টাকা কুইন্টাল। বোলতলা, খেজুরতলা, বাহুরা (তেঘরী), ষষ্টীতলা প্রভৃতি ঘাট দিয়ে প্রশাসনের চোখের সামনে প্রচুর পরিমাণ চাল চলে গেলেও বিস্ময়জনকভাবে তারা চুপ। কেউই কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এ নিয়ে মিঠিপুরে কংগ্রেস ও সিপিএম উভয় দলই পোষ্টার ও মিছিলে প্রশাসন এবং একে অপরকে দোষারোপ করছে। প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতাসহ কিছু ব্যবসায়ীর অশুভ আঁতাত চোরাচালান ঘাট বন্ধ হয়ে যাবার পর নতুন উদ্যমে চালপাচারে উদ্যোগী হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার ঘুন্টিঘাট, কিছু ক্লাব এবং স্থানীয় পুলিস ক্যাম্প এ ব্যাপারে মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নতুন ধান ওঠার মুখে এখনই যদি সাধারণ চাল ৮/৯ টাকা কিলো (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নয়নসুখ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা পাশ হলো

দিবাকর ঘোষ—ফরাক্কা ঃ বিগত কয়েক মাস ধরে ফরাক্কা ব্লকের নয়নসুখ গ্রাম পঞ্চায়েতে অচলবস্থা চলছিল। বিজেপি প্রধান সুখেন্দুবিকাশ দাসকে অপসারণের জন্য গত তিন মাস ধরে 'হর্সট্রেডিং' চলছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা ২২ জনের মধ্যে বিজেপি ৭, কং-৪ এবং সিপিএমের ১১ জন। উভয় দলেরই একজন করে পঞ্চায়েত সমিতির আসন দখলে থাকায় বিজেপি-কং জোটের ভোট ১৩টি এবং সিপিএমের ১২টি ছিল। ফলে বিজেপি প্রধান এবং কংগ্রেসের উপপ্রধান পদটি নিয়ে জোট পঞ্চায়েত গঠন করেছিল। কিন্তু এ বছরের প্রথম দিকে পঞ্চায়েত আইন সংশোধনে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ভোটাধিকার হারালে সিপিএমের পক্ষ থেকে বিজেপি প্রধান সুখেন্দুবিকাশ দাসকে অপসারণের চেষ্টা শুরু হয়। উভয় পক্ষেই ১১টি করে সদস্য থাকায় এতদিন তা সম্ভব হয়নি। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অবশেষে সাগরদিঘীর ওসি ধরলেন বেলাল সেখকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়ে সাগরদিঘী থানার ওসি এক বিশাল পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে মোকাব্বিন ভাইদের হত্যাকাণ্ডের পাণ্ডা বেলাল সেখকে হাজীপুর গ্রাম থেকে ধরলেন। হাজীপুরে এক গোপন আস্তানা থেকে কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গসহ বেলাল আত্মগোপন করেছিলেন। গ্রামে এখনও পুলিশ ক্যাম্প আছে। রামপুরহাট থেকে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র পরিষদ জয়ী

জঙ্গিপুর ঃ গত ২২ ডিসেম্বর স্থানীয় কলেজ সংসদ নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ ৪১ টির মধ্যে ২৩টি আসন পেয়ে জয়লাভ করল। গতবার এস এফ আই এর দখলে সংসদ ছিল। এবার এস এফ আই দুটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ও দুটিতে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে। সম্প্রতি দুটি দলের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকায় নির্বাচনের দিন কলেজে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। এবারের নির্বাচনে কলেজের জি এসও পরাজিত হয়েছেন। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরসভা কোন কাজ করছে না

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরসভা বামফ্রণ্টের দখলে। সম্প্রতি রাজ্য পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য্য এখানে এসে কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক করে গেলেন। তিনি পুর-উন্নয়নের জন্য ধুলিয়ানকে এক কোটি টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন। এর মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা পুরসভাকে দেওয়াও হয়েছে বলে জানা যায়। তবুও এই পুরশহরের সবচেয়ে জমজমাট ৭ নং ও ১৩ নং ওয়ার্ড গরুর হাট সংলগ্ন রাস্তাটি সংস্কারের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই পৌষ বুধবার, ১৪০২ সাল।

॥ 'প্যারাড্রপিং' ॥

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি খ্যাতি লাভ হইল। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত স্থানের কিছু গ্রাম সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। খ্যাতি এই কারণে যে, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোনও বিদেশী বিমান বিদেশী চিহ্নাঙ্কিত অস্ত্রাদি এমন নিরাপদে ফেলিয়া দিতে পারে। সংবাদে জানা গিয়াছে যে, কয়েক দিন পূর্বে কোনও এক বিদেশী বিমান হইতে রাত্রির অন্ধকারে চুপিসারে বহু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের অনেক পেটিকা 'প্যারাড্রপিং' করা হয়। ঐ সব পেটিকা পুরুলিয়া জেলাধীন জয়পুর-ঝালদা এলাকাস্থিত মারামু, বেলান, খটঙ্গা, কুসুমটিকরি, গানডি, তগরো, ভিবারু প্রভৃতি গ্রামে রেললাইনের ধারে বিক্ষিপ্তভাবে প্যারাসুটে আটকান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। পেটিকাগুলি হইতে বহু রাইফেল, রকেট-লঞ্চার, পিস্তল, রিভলবার, হ্যাণ্ডগ্রেনেড, টেলিস্কোপিক সাইট, কার্তুজ ইত্যাদি পাওয়া যায়। এই সব অস্ত্রশস্ত্র-সরঞ্জামাদি যে যুদ্ধোপকরণ—সে সম্মুখ যুদ্ধ বা গেরিলা যুদ্ধ যাহাই হউক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব মারাত্মক জিনিস উদ্ধার করিবার মধ্যেও নিঃসন্দেহে অনেক অস্ত্রাদি লুকইয়া ফেলা হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে তল্লাসী জোরদার করা হইয়াছে।

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে গোপনে বিমান হইতে অস্ত্রাদি ফেলার ব্যাপারটি এমন বিনা বাধায় নিরুপদ্রবে ঘটিয়া গিয়াছে। ইহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। বলা হইতেছে যে, যে উচ্চতা হইতে উক্ত 'প্যারাড্রপিং' করা হয়, তাহা নাকি রাডার যন্ত্রে ধরা পড়ে না। অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি আকাশপথে বিমান উড়িয়া গেলে রাডারে সাড়া মিলে না। ধরিয়া লওয়া গেল, তাহা সত্য। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, রাত্রির অন্ধকারে যদি শত্রুপক্ষীয় বিমান হইতে লক্ষ্যস্থলে বোমা ফেলা হয়, তবে আধুনিককালের যুদ্ধ-প্রযুক্তির দ্বারা কোনও প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। তাহা হইলে ত যে কোনও দেশ যে কোনও সময় বৈরীপক্ষের আঘাতে জর্জরিত হইতে পারে।

আমাদের এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত যতটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, একটি বিদেশী বিমানকে সন্দেহক্রমে বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে নামিতে বাধ্য করা হয় এবং উক্ত বিমানের কয়েকজন রুশ ও একজন ব্রিটিশ বিমানকর্মীকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলিতেছে। একজন কো-পাইলট নাকি এই অপারেশনের সময় গা-ঢাকা দিয়াছে। তাজ্জব ব্যাপার! ঘিরিয়া ফেলা বিমান হইতে এই পলায়ন! খবরে আরও জানা গেল যে, উল্লেখিত বিমানকর্মীরা ঐ সব অস্ত্রাদি বহন করিয়া লইয়া যাইবার কথা নাকি স্বীকার করিয়াছে। বিমানকর্মী ছাড়াও আরও ছয়জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারতের সামরিক অসামরিক গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হইয়া কাজে নামিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট পুরুলিয়ার গ্রামীণ এলাকায় তল্লাসী চলিতেছে। কেহ এইরূপ অস্ত্রপেটিকা পাইয়া থাকিলে তাহা সমর্পণ করিতে বলা হইতেছে। হাঙ্গামা-হুজ্জোতে পাছে পড়িতে হয়, সেই জন্য অস্ত্রাদি সমর্পণ কতখানি ফলপ্রসূ হইবে বলা যায় না। ইতিমধ্যে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে নাকি অভিযোগ উঠিয়াছে যে, অস্ত্রাদি তল্লাসীর নামে গ্রামবাসীদের হেনস্তা করা হইতেছে। এই অভিযোগ নির্বাচনী কৌশলে কাজে লাগবে কিনা, কে জানে? যে সব অস্ত্র এখনও উদ্ধার করা যায় নাই বা উদ্ধার করিতে যদি না পারা যায়, তবে সেগুলির প্রয়োগ কীভাবে হইতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়।

অস্ত্রাদি নিক্ষেপের পিছনে কোনও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত রহিয়াছে কিনা, তাহা নির্দ্ধারণের দায়িত্ব এই রাষ্ট্রেরই। দেশস্থ কোনও উগ্রপন্থী সংগঠন এই সব বিদেশী অস্ত্র আনিতেছে কিনা, আনিলে কত দফা আনিয়াছে এবং তাহা কী হইতেছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করার দায়িত্ব দেশের গোয়েন্দা বিভাগের। দেশের মধ্যে অন্তর্ঘাত-মূলক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত বৈরী সংগঠনের অস্তিত্ব এবং তাহাদের নানা তৎপরতা সম্বন্ধে আগাম সন্ধান করিতে অনেক সময় গোয়েন্দা-বিভাগ ব্যর্থ হইতেছে। এই ব্যর্থতার ফল কিন্তু ভয়াবহ। ইহাতে দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার পরিকাঠামো বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। সার্বিক পরিস্থিতিতে সি বি আই এবং ইন্টারপোলের সাহায্য লওয়ার কথা হইতেছে!

অচিরেই রহস্যের উদ্ঘাটন হওয়া দরকার এবং আমাদের দেশের গোয়েন্দা বিভাগকে আরও যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। তখত-তাউস বহাল রাখার প্রচেষ্টার পরিবর্তে দেশের নিরাপত্তাকে নির্বিঘ্ন করিবার এষণা এখন সর্বাপেক্ষা জরুরী। এই নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে আরও তথ্যাদি জানা যাইতে পারে।

ঐকতান ৯৫

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ এস এস বি (ভারত সরকার) এবং নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ১৮ থেকে ২২ ডিসেম্বর জাতীয় সংহতি মেলা 'ঐকতান ৯৫' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মির্জাপুর গ্রামে। জেলার বিভিন্ন কারিগরি, শিল্প এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টের পুস্তক প্রদর্শনী ছাড়াও উক্ত পাঁচটি দিন যথাক্রমে শিশু, যুবক, পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং সংহতি দিবস হিসাবে চিহ্নিত ছিল বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে। ছিল বৈচিত্র্যমূলক প্রতিযোগিতা। সাংস্কৃতিক বিভাগে অংকন, আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদি ছাড়াও ছিল প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর বক্তৃতা, বিতর্ক এবং কুইজ প্রতিযোগিতা। ক্রীড়া কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য খো খো, ভলিবল এবং ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। সমাজসেবামূলক বহুমুখী কার্যসূচীর মধ্যে ভারতীয় রেডক্রশ. সমিতির জঙ্গিপুর শাখার আর্থিক আনুকূল্যে বিনাব্যয়ে প্রখ্যাত চিকিৎসক পিনাকীরঞ্জন রায় এবং সুইজারল্যাণ্ডবাসিনী ডাঃ সুসান বসাক কর্তৃক বিনা ব্যয়ে ৭৩ জন দুস্থর চক্ষু অপারেশন, বহরমপুর মেডিকেল ক্লাবের সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্তৃক দাতব্য চিকিৎসাশিবির উল্লেখের দাবি রাখে। এস এস বি-র নিজস্ব মেডিকেল টিমের ব্যবস্থাপনায় বিনা খরচে ইসিজি এবং রক্ত পরীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন গ্রামবাসী। রাশিয়া প্রত্যাগত বিশেষজ্ঞ পশু-চিকিৎসকের পরামর্শ এবং ওষুধ পেয়েছেন শতশত পশু-পালক। বাড়তি আকর্ষণ ছিল প্রতি সন্ধ্যায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কুশলী শিল্পীবৃন্দের নানা প্রদেশের লোকসঙ্গীত, নৃত্যানুষ্ঠান, কবিগান এব্য ম্যাজিক সমৃদ্ধ জাতীয় চেতনা উদ্রেককারী জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রত্যহ হাজার হাজার মানুষ এই সংহতিমেলায় অংশ গ্রহণ করে যৌথ উদ্যোগটিকে সার্থক করে তোলেন। ২২ ডিসেম্বর অপরাহ্ণে এক সর্বাঙ্গসুন্দর সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের যবনিকা নেমে আসে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের জেলা আধিকারিক এস, কে ব্যানার্জী, পৌরোহিত্য করেন নবভারতের সভাপতি অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল। এই উপলক্ষে শ্রীঘোষালের সম্পাদনায় একটি দৃষ্টিনন্দন এবং তথ্যসমৃদ্ধ স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। এস এস বি-র ডিভিশনাল অর্গানাইজার (পুলিশের আই জি) সুজয় চক্রবর্তী এবং ডেপুটি কমাণ্ডান্ট জি, সি, দাস সর্বক্ষণ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেন। উৎসবটি স্থানীয় (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর 'জীবন যেমন'

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'বলাকা নাট্যগোষ্ঠী'র একটি অনবদ্য নাটক 'জীবন যেমন'। আমাদের এই সমাজে এমন এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের বাঁচার মত বাঁচার ক্ষমতা নেই, আছে শুধু টিকে থাকার ক্ষমতা। এই টিকে থাকার নিরন্তন প্রচেষ্টার মধ্যে তাদের বিভিন্ন সৃজনশীল শক্তিগুলো পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এমনই এক হত দরিদ্র পরিবার চিত্রিত হয়েছে নাটকে। যেখানে পরিবারের সবাই বুক বেঁধেছিল বড় ছেলেকে ঘিরে। ছেলেকে সুশিক্ষিত করে, ভালো চাকরী পাওয়ার যোগত্যাসম্পন্ন মানুষ করে তুলতে পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষের আত্মত্যাগের এক বিষাদ মধুর চিত্র ফুটে উঠেছে এই নাটকে। ভাগ্যের পরিহাসে সেই বড় ছেলেই একদিন এক ধরনের ভয়ঙ্কর ব্লাড ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয় ; স্বভাবতই 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' পড়ল ঐ পরিবারে। পরিবারের প্রত্যেকের কষ্টার্জিত টাকাগুলো খরচ হতে লাগল রোগীর পিছনে। ডাক্তার আর আশা দিতে পারল না সুস্থ হয়ে বেঁচে ওঠার, দিতে পারল শুধু দু'চারদিনের জন্য টিকে থাকার আশ্বাস। আর এইখানেই পরীক্ষা হল 'মায়া' নামক মরীচিকার ভয়ঙ্কর খেলা। মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব আর স্নেহের বন্ধন কতখানি দৃঢ় হতে পারে, তারই পরিচয় বিনিময় চলল নাটকের অধিকাংশ অংশ জুড়ে। নাটকের অভিনয়-গুণের মধ্যে 'বড় ভাই', 'কণ্ডাকটার পিতা', আর 'দিদি'র অভিনয় উল্লেখযোগ্য। পরিবারের প্রাণীগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বেঁচে থাকার যে আকুতি, তা নিখুঁত-ভাবে ফোটানোর চেষ্টা করেছেন সকলেই। অভিনেতার সংগীতে পারদর্শিতার পরিচয় মেলে নাটকের বিভিন্ন সময়ে তাঁর উদাত্ত গলায় 'নব আনন্দে জাগো' এবং বোনের নাচের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য গেয়ে ওঠা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাধ্যমে। অন্যদিকে সারাদিন বাসের কণ্ডাকটারী করে রাতে বাড়ি ফিরে আসা ক্লান্ত এবং মাতাল বাপের যে অভিব্যক্তি অভিনেতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে, কণ্ডাকটার বাপের প্রতিটি উপস্থিতি এক অদ্ভূত আকর্ষণীয় দৃশ্য হয়ে উঠেছে। অভিনয়ে স্বাভাবিকতা এবং সাবলীলতা বজায় রাখা, এই অভিনেতার এক কৃতিত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল নাটকে। স্নেহপ্রবণ অথচ স্বামী পরিত্যক্তা মানসিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট দিদির অভিনয় ভালো হলেও অভিনয়ে আরও একটু সাবলীলতা আনলে ভালো হত। মঞ্চ সজ্জা ভালোই হয়েছিল তবে আলোক সজ্জার ক্ষেত্রে, কিছু কিছু দৃশ্যে হঠাৎ হঠাৎ করে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ আলো ফেলা হয়েছে অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখে। এগুলোর সবগুলোরই যে আশু প্রয়োজন ছিল, তেমনটি মনে হল না। 'কোথায় কী আলো ফেলছি, এবং কেন ফেলছি', এই ব্যাপারটা একটু ভাবা দরকার ছিল। শব্দের অস্পষ্টতা একটা বড় সমস্যা ছিল এই নাটকে। শব্দানুষঙ্গের অসাফল্য, নাটকে একটা অপূর্ণতা এনেছে। নাটক চলাকালীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সব কথা স্পষ্ট শোনা যায়নি। যাইহোক, নাট্যানুষ্ঠানটি সামগ্রিকভাবে বেশ ভালোই হয়েছে। 'বলাকা নাট্যগোষ্ঠী'র কাছে আগামী দিনে এই ধরনের আরও ভালো নাটকের আশা রাখছি। —পার্থসারথি চন্দ্র

স্ত্রীর সঙ্গে কলহে স্বামীর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা

জঙ্গিপুর : গত ৯ ডিসেম্বর ধনপতনগরের হীরু মণ্ডল (৩২) বিষ খান বলে খবর। তাঁকে হাসপাতাল নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। জানা যায় স্ত্রীর সঙ্গে মনকষাকষি ও দাম্পত্য কলহ এই আত্মহত্যার কারণ।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন

ফরাক্কা : গত ১৪ ডিসেম্বর এনটিপিসি সংলগ্ন জোড়পুকুরিয়া গ্রামের রেক্সোনা (১৫) খুন হন। সন্দেহ ঐ গ্রামের জয়দুর সেখ ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে রেক্সোনাকে হত্যা করে। রেক্সোনার সঙ্গে জয়দুরের ভাল-ভালবাসা ছিল বলে জানা যায়। জয়দুর পলাতক।

পঞ্চায়েত সমিতিতে সিপিএম জয়ী

ফরাক্কা : গত ১৫ ডিসেম্বর ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনে সিপিএমের আবদুস সালাম ১৫—৮ ভোটে জয়ী হন। উল্লেখ্য সালাম একজন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক।

ফেরী মজদুর ইউনিয়নের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৫ ডিসেম্বর ইউটিইউসি ও সিটুর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ফেরী মজদুর ইউনিয়ন জঙ্গিপুরের পুরপতির কাছে এক ডেপুটেশন দেয়। ঐ দিন মজদুরদের এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে পুরসভায় পুরপতির সঙ্গে দেখা করে। বিশেষ দাবী ছিল ফেরী মাঝিদের মাশুল বৃদ্ধি, জনসাধারণের জন্য বিশ্রাম ঘর প্রভৃতি। নিত্য চলাচলকারী ভটভটিগুলির চলাচলের সময়সূচী ও তার যাত্রী বহনের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করতে হবে। পৌরসভার সামনে বক্তব্য রাখেন ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ইউটিইউসির পক্ষে সুজিত বসু এবং সিটুর পক্ষে মহঃ গিয়াসুদ্দিন।

আইকার্ডের প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ শিবির

জঙ্গিপুর : গত ১৭ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর হাই স্কুলে অল ইণ্ডিয়া সেন্টার ফর আরবান এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টের (AICURD) উদ্যোগে একটি প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ডাঃ অমিয় বেরা ও ডাঃ তপন ঘোষ মহকুমার ৪৪৬ জন প্রতিবন্ধীকে সনাক্ত করেন। প্রতিবন্ধীদের কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় এবং আইকার্ডের মাধ্যমে আগামী বছরের জানুয়ারী মাসে হুইল চেয়ার, ক্যাচার, গাড়ী প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানে রঘুঃ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় সিংহ রায়, মহঃ সোহরাব, হাবিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চীফ কোঅর্ডিনেটর এ্যাডভোকেট মহঃ আখরুজ্জামান।

শ্রীমা সমিতির প্রতিবন্ধী বিভাগের অনুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ ও ২৯ নভেম্বর দুদিন ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রকের সহযোগিতায় শ্রীমা সমিতির প্রতিবন্ধী বিভাগের দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। ৩০০ জন প্রতিবন্ধীকে বিভিন্ন আইনী ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সমিতির সভাপতি মহাদেব মিশ্র। মহিলা সমিতির পরিচালনায় ঐ দুদিন সন্ধ্যায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মহকুমা হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জিৎ ঘোষ। বক্তব্য রাখেন মোঃ সোহরাব, হাবিবুর রহমান প্রমুখ। লায়ন্স ক্লাব জঙ্গিপুর আগত প্রতিবন্ধী বন্ধুদের টিফিনের আয়োজন করেন বলে খবর।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

আগামী ১৯৯৬ সালের ২রা জানুয়ারী সকাল ৭ ঘটিকায় জঙ্গীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত শোভাযাত্রায় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দদের সকলকে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

অসীমকুমার সমাদ্দার মালতী মণ্ডল
যুগ্ম আহ্বায়ক, উৎসব কমিটি

অ্যাফিডেবিট

আমি রাধারাণী সরকার স্বামী ভবেশচন্দ্র সরকার ১১।১২।৯৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড কোর্ট জঙ্গিপুরে এক অ্যাফিডেবিট বলে আমার পুত্রের নাম সুমন দাস স্থলে সুমন সরকার বলে পরিবর্তিত করলাম। ঐ তারিখ হতে সমস্ত নথিপত্রে তার নাম যা সুমন দাস আছে তা সুমন সরকার বলে গণ্য হবে।

রাধারাণী সরকার, রঘুনাথগঞ্জ

প্রগতিশীলা আরতি ব্রহ্ম চলে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রগতিশীলা আরতি ব্রহ্ম পরিণত বয়সে তাঁর কলকাতাস্থ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি দুরারোগ্য কর্কটরোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত সাকেত ব্রহ্মের তিনি ছিলেন সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী। স্বাধীনতা সংগ্রামে ও নানা জনহিতকর কাজে তিনি স্বামীকে সহায়তা করেছেন। মধুর ব্যবহারে তিনি শহরের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন। জঙ্গিপুর পৌর-সভার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে কয়েক বছর আগে অবসর নেন। মৃত্যুকালে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ এখানে এসে পৌঁছোলে শহরের গুণগ্রাহী নাগরিকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। আমরাও আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করে সমবেদনা জানাচ্ছি। গত ২৬ ডিসেম্বর তাঁর স্মরণে পুরসভার অফিস ও স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

সংগীত, নৃত্য ও তবলার কর্মশালা

গত ১১-১৭ ডিসেম্বর '৯৫ বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে পশ্চিমবঙ্গ সংগীত আকাদেমির ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর মুর্শিদাবাদের যৌথ উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্র, অতুলপ্রসাদী ও রজনীকান্তের গান, কথক নৃত্য ও তবলার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ল। সংগীতে ২৪ জন, নৃত্যে ২২ জন এবং তবলায় ২৪ জন শিক্ষার্থী কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। সংগীত, নৃত্য ও তবলায় প্রশিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে সুশীল চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত ওমপ্রকাশ মহারাজ ও তারক সাহা। এছাড়া ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর সংগীত সম্মেলনে সংগীত, নৃত্য ও তবলার লহুরা অনুষ্ঠিত হয়। সংগীত পরিবেশন করেন লোকগীতির শিল্পী অমর পাল, সুশীল চট্টোপাধ্যায় ও ওস্তাদ রশিদ খান এবং কথক নৃত্য ও তবলার লহুরা পরিবেশন করেন যথাক্রমে ওমপ্রকাশ মহারাজ ও শিক্ষার্থীরা এবং তারক সাহা ও তবলার শিক্ষার্থীগণ।

১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও
টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদা বাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নীলরতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ নীলরতন প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠাতা সুনীলকুমার ভৌমিক ৭৫ বছর বয়সে তাঁর কলকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করেন। প্রয়াত ভৌমিক রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতালের প্রাক্তন মেডিকাল অফিসার প্রয়াত শিশির ভৌমিকের প্রথম পুত্র।

ঐকতান ৯৫ (২য় পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিপুল আলোড়ন এবং উৎসাহের সঞ্চার করে। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের সাফল্যের পিছনে এস এস বি-র সাব এরিয়া অর্গানাইজার (বহরমপুর) শরৎ অধিকারী, জঙ্গিপুরের সার্কেল অর্গানাইজার অসীম বসু এবং নবভারতের সম্পাদক করুণাময় দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার লক্ষে 'ঐকতান ৯৫' এক দৃঢ় পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ব্যাপক চাল পাচার হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিক্রি হয় তবে বর্ষায় দর কত হতে পারে, এই আশঙ্কায় ভুগছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ খাদ্য শস্যের প্রধান চাল যদি এভাবে প্রতিনিয়ত ওপারে চলে যায় তাহলে মানুষ জীবনধারণ করবে কি করে?

অনাস্থা পাশ হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু তিন মাস আগে একজন বিজেপি সদস্য সিপিএমে যোগ দিলে তাদের পক্ষ থেকে অনাস্থা আনা হয় প্রধানের বিরুদ্ধে। গত ২৩ নভেম্বর ভোটাভূটির দিন স্থির হলে বিজেপি কংগ্রেস জোটের সদস্যরা অনুপস্থিত থাকে, ফলে ১২—০ ভোটে অনাস্থা পাশ হয়ে যায়। বিডিও প্রধানকে চার্জ হস্তান্তর করতে নির্দেশ দিলে প্রধান ছুটি নেয়। পরবর্তী সময়ে বিডিও আবার প্রধানকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দেন ১৯ ডিসেম্বর। ঐদিন গোপন ব্যালটে ভোট হলে ১০—১২ তে বিজেপি প্রধান সুখেন্দুবিকাশ দাস পরাজিত হন। এ ব্যাপারে বিজেপি পক্ষ অভিযোগ করে তাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ পালকে চাকরি দিয়ে কিনে নিয়েছে সিপিএম। উল্লেখ করা যেতে পারে মাস তিন আগে ঐ সদস্য প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপত্র পান।

ওসি ধরলেন বেলাল সেখকে (১ম পৃষ্ঠার পর)

নবাগত এসডিপিও স্বপন মাইতি জানান চার ভায়ের খুনের ব্যাপারে মোট ৩১ জনের নামে এফ আই আর ছিল। এদের মধ্যে এখন পর্যন্ত পুলিশ মোট ২৯ জনকে ধরতে সমর্থ হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করেন বলেও খবর। উক্ত ২৯ জন ছাড়াও পুলিশ সন্দেহবশতঃ আরও ১৮ জনকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে।

ছাত্রপরিষদ জয়ী (১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে গত বছরের নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ জয়লাভ করেও সংসদ গঠন করতে অসমর্থ হয়। তাদের কয়েকজন জয়ী প্রার্থী শেষ পর্যন্ত এস এফ আই-এ যোগ দেওয়ায় এস এফ আই সংসদ গঠন করে। এস এফ আই-এর সেই কৌশল এবারও সার্থক হয় কিনা তার দিকে অনেকেই চেয়ে আছেন।

কোন কাজ করছেন না (১ম পৃষ্ঠার পর)

অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বলে দেখা যায়। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন গাড়ী ঘোড়া মানুষ চলাচল করে। রাস্তার পাশেই সিপিএম অফিস। রাস্তাটির উপর দিয়ে ৫/৬ মাস থেকে শহরের ময়লা, মলমূত্রের নোংরা জল ৬/৭ ইঞ্চি উঁচু হয়ে বয়ে চলেছে। বামদলের পুরসভা কিন্তু নির্বিকার। উন্নয়নের জন্য পাওয়া অর্থ ব্যবহারের কোন নমুনা দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে মশারও বৃদ্ধি ঘটছে। ম্যালেরিয়া ও ডাইরিয়ার প্রাদুর্ভাব আশংকা করছেন এই অঞ্চলের বাসিন্দারা। তাঁদের চেঁচামেচি পুরকর্তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।